ভোরের কাগজ

তারিখ 11 JUN 2003
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

১১ দফা দাবি মেনে না নিলে দুর্বার আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : আসন্ন বাজেটে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০০ ভাগ বেতন প্রদানে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, নতুন পে-স্কেল প্রদান, শিক্ষকদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে চাকরিতে পুনর্বহাল, উৎসব ভাতা প্রদান, শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করে পিএসসির অনুরূপ স্বতন্ত্র বেসরকারি কলেজ সার্ভিস গঠনসহ ১১ দফা অবিলম্বে পূরণ করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (বাকবিশিস) নেতৃবৃন্দ।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই সকল দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অনতিবিলম্বে এই দাবি পূরণ করা না হলে অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী ইশতেহারে চারদলীয় জোট বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সরকারি কোষাগার থেকে ১০% বৃদ্ধি করে ১০০%-এ উন্নীত করার অঙ্গীকার করলেও দীর্ঘ ১৮ মাসেও তারা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর নকলমুক্ত প্রতিষ্ঠানে ১০০% বেতন প্রদান এবং নকলযুক্ত প্রতিষ্ঠানে বেতন কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণায় দেশের শিক্ষক সমাজের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সামাজিক সচেতনতা এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধান না করে সকলের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষকদের ঢালাওভাবে দোষারূপ করা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা শিক্ষামন্ত্রীর এ ধরনের একপেশে বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

১১ দফা দাবি মেনে না

● শেষের পাতার পর

মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা প্রণয়ণ করে যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে তা প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়। এ পরিপত্রে জেলাভিত্তিক নিয়োগের বিধান চাকরিপ্রত্যাশী দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার শামিল।

সংবাদ সম্মেলনে ৩০% মহার্ঘ্য ভাতা, শিক্ষকদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া, অবসর সুবিধা ট্রাস্টিবোর্ডের কার্যক্রম আরম্ভ, সরকারি কলেজের ন্যায় স্কেল অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া প্রদান, সরকারি কলেজের ন্যায় বেসরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখারও জোর দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রশীদ, সহসভাপতি অধ্যাপক শফিকুল মাওলা, অধ্যাপক মনির হোসেন, অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং অধ্যাপক সমরেন্দ্র নাথ রায় সমর।